তারিখ 12 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সাংসদের উপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষককে মারধর

দোলাইরপাড় উচ্চবিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর দোলাইরপাড় উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের কমিটি নিয়ে বিবাদের জেরে প্রধান শিক্ষককে মারধর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, স্থানীয় সাংসদ সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার সঙ্গে কিছু লোক গতকাল সোমবার তাঁর কক্ষে ঢুকে সাংসদের সামনেই তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। তবে সাংসদ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

স্থানীয় ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, সম্প্রতি সংরক্ষিত নারী আসনের সাংসদ সানজিদা খানমকে সভাপতি করে ওই বিদ্যালয়টির পরিচালনা পর্ষদ করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ গঠনে অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয় সাংসদ জাতীয় পার্টির নেতা সৈয়দ আবু হোসেনের লোকজন। এ নিয়ে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের মধ্যে গতকাল আবার প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ ওঠে।

বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, গতকাল দুপুরে তিনজন শিক্ষক নিয়ে তিনি তাঁর কক্ষে বসে ছিলেন। এ সময় সৈয়দ আবু হোসেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলামসহ ৫০-৬০ জনকে নিয়ে তাঁর কক্ষে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েন। তিনি বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনের কাগজপত্র দেখতে চান। প্রধান শিক্ষক কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করলে নজরুল ইসলাম এসে তাঁর গলা চেপে ধরেন। নজরুলের সঙ্গে থাকা কয়েকজন প্রধান শিক্ষকের মাথায় ও ঘাড়ে কিল-ঘুষি মারেন। অন্য তিন শিক্ষককেও তাঁরা নাজেহাল করেন। এরপর প্রধান শিক্ষককে প্রায় এক ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকা শামীম আরা পারভীনকে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ থেকে বের করে তাঁর নিজের কক্ষে নিয়ে আটকে রাখা হয় বলেও অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষক।

জানতে চাইলে সাংসদ সৈয়দ আবু হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি বা তাঁর সঙ্গের কেউ প্রধান শিক্ষকের গায়ে হাত তোলেননি। রাজনৈতিক কারণে তাঁর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হচ্ছে। তিনি পাল্টা অভিযোগ করেন, গোপনে অনিয়ম করে ওই বিদ্যালয়টির পরিচালনা কমিটি করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কয়েকজন অভিভাবক ও এলাকাবাসী অভিযোগ দেওয়ার পর তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে নিয়ে গতকাল দুপুরে ওই স্কুলে যান। তাঁরা প্রধান শিক্ষকের কাছে নির্বাচনের কাগজপত্র দেখতে চাইলে প্রধান শিক্ষক তা দেখাতে অস্বীকৃতি জানান। দুজন জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকের অস্বীকৃতিতে উপস্থিত অভিভাবকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তখন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম গিয়ে প্রধান শিক্ষককে বসতে বলে চেয়ার ঠিক করে দিতে যান। নজরুলের কনুই প্রধান শিক্ষকের কোমরে লাগে। এর বাইরে গলা টিপে ধরা—এ সবই মিথ্যা। এরপর তিনি নিজেই শ্যামপুর থানার ওসিকে ফোন করে ঘটনাস্থলে আসতে বলেন বলে দাবি করেন।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়টির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সাংসদ সানজিদা খানমের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'দুপুরে প্রধান শিক্ষক সহায্য চেয়ে আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন মনে হয় তাঁর ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি কথা শেষ করতে পারেননি। এভাবে শিক্ষকের ওপর হামলা খুবই দুঃখজনক। সাংসদ বাবালাকে বলেছি, আমি তো কখনো কাগজপত্র দেখতে যাইনি।' যোগাযোগ করলে শ্যামপুর থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সেখানে যায়। এরপর পরিবেশ স্বাভাবিক হয়েছে।